যুগান্তর

তারিখ ... 12 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কিছু বাদ আর নতুন করে এমপিও পেতে পারে শতাধিক

সংগতভাবে দায়িত্ব পালন কঠিন : শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিও নিয়ে টানা-হেঁচড়া শেষ হয়নি। শেষ হয়নি 'স্থগিত' আর 'পর্যালোচনা' ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কেরও। বরং এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনও চলছে আলাদা পথে। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এমপিদের

শতাধিক : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছে পত্র পাঠিয়ে প্রকাশিত তালিকা স্থগিত করে সে সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়ে কোন ধরনের পরিপত্রই জারি করেনি। বরং তারা ফের সেই একই কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে স্থগিতকৃত তালিকা পর্যালোচনা করছে। পাশাপাশি তালিকার পক্ষে ইতিবাচক যুক্তিও খোঁজা হচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠানকে কেন নির্বাচিত করা হল, সে 'স্টেটমেন্ট' তৈরির কাজ করছেন তারা। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, অন্যায়ভাবে দেয়া হয়েছে চিহ্নিত হলে কিছু বাদ যাবে। আর নতুনভাবে আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছেন, সংগতভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা কঠিন। খুবই কষ্টকর। চাইলেও ভালো কাজ করা যায় না। অনেকের পছন্দ হয় না।

সোমবার মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী প্রকাশিত এমপিও তালিকা স্থগিত করে পর্যালোচনার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে মন্ত্রী-উপদেষ্টা-প্রতিমন্ত্রীদের পরামর্শে উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্বও দেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় মঙ্গলবারও এ ব্যাপারে কোন প্রজ্ঞাপন বা পরিপত্র জারি করেনি। ফলে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত শিক্ষা উপদেষ্টা তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব পাননি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার পক্ষে সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে কেবল তালিকার ব্যাপারে অভিযোগ গ্রহণ করে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সে অনুযায়ী এমপিদের পাঠানো হয়েছে পত্র। ভূমিমন্ত্রী রেজাউল করিম হীরা, ভোলার এমপি আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, জিল্লুল হাকিম, নওগাঁর এমপি আকরাম হোসেন চৌধুরী প্রমুখের নামে ইতিমধ্যে পত্র ইস্যু করা হয়েছে। ওই সূত্র জানায়, এমপিও তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়া না দেয়া এবং পরিপত্র জারির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। সূত্র আরও জানায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এমপিদের পাঠানো পত্রে বলা হয়েছে, 'তালিকা স্থগিত' এবং 'সার্বিক বিষয় পরীক্ষা' করা হবে।

এদিকে এমপিও নিয়ে অসন্তোষ-বিক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবারও বেশকিছু সংসদ সদস্যসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষোভের কথা জানান। এমনকি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দফতরে বসে সংসদ সদস্যরা এমপিওভুক্ত করা নিয়ে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ করেন সাংবাদিকদের কাছে। ভোলা-৪ আসনের এমপি আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব অভিযোগ করেন, 'আমরা যেসব ডিও লেটার দিয়েছি, তা হয়নি। অথচ যারা এখানে (মন্ত্রণালয়ে) টাকা নিয়ে এসেছে, তারা ঠিকই এমপিও পেয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি ১৪টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ডিও লেটার দিয়েছি। একটিও পায়নি। অথচ বর্ষে-পশ্চাৎপদ হিসেবে অবস্থিত এলাকা হিসেবে যে কোন বিবেচনায় আমার এলাকার একটি হলেও এমপিও পাওয়ার কথা।'

স্থগিত, মতামত পাঠান : প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে মঙ্গলবার এমপিদের কাছে পত্র পাঠানো হয়েছে। এতে প্রকাশিত এমপিও তালিকা সম্পর্কে অভিযোগ চাওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত ওই পত্রে বলা হয়েছে, '(গত ৬ মে) প্রকাশিত (এমপিও) তালিকাটি ইতিমধ্যেই স্থগিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখার জন্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগ্যতা যাচাই ও সার্বিক বিষয়াদি পরীক্ষা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এ অবস্থায় আপনার নির্বাচনী এলাকা/দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রে) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রাধিকার তালিকাসহ প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে তা অতিসত্বর জানানোর জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।'

পরিপত্র জারি হয়নি : মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী প্রকাশিত এমপিও তালিকা স্থগিত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা বা পরিপত্র জারি হয়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, তালিকা স্থগিতের কোন নির্দেশনা তিনি পাননি। তবে তা যাচাই-বাছাই করার কথা জানান তিনি। বলেন, এটা শেষ হলেই তাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন তারা। এর আগে সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের সঙ্গে তার দফতরে আলাপকালে বলেন, 'কোন প্রজ্ঞাপন বা পরিপত্র জারি হয়নি। পরিপত্র জারি করার কোন নির্দেশ পাইনি। আমি নিজে থেকে কিছু করতে পারি না। আপনারা সাংবাদিক। ইউ কান্ট রাইট রুল নাও।'

পর্যালোচনা করছে সেই কমিটি : এদিকে মন্ত্রী-সচিব এমপিও স্থগিত হওয়ার কথা স্বীকার না করলেও তালিকা পর্যালোচনার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তালিকা স্থগিত না হলে কিভাবে তা পর্যালোচনা করা যায় এবং রদবদল করা হবে— সে প্রশ্নের সদুত্তর কেউই দিতে পারেননি। মূলত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর থেকেই প্রক্রিয়া শুরু হয়। সোমবার রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত চলে এই কর্ম। মঙ্গলবার সকালে ব্যানবেইসে ফের এমপিও তালিকা চূড়ান্তকারী সদস্যরা বসেই পর্যালোচনা শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রকাশিত তালিকায় দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় হইচই হয়। প্রধানমন্ত্রী দুঃখ পেয়েছেন। আমিও কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এই দুটির একটি যে লালমনিরহাটে অবস্থিত, তার ব্যাপারে স্থানীয় মন্ত্রী এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়ার প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপারে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ডিও দিয়েছেন। এখন যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে তা জেনে-শুনে তারা দেননি। শিক্ষামন্ত্রী ব্যানবেইসে তালিকা পর্যালোচনা চলার কথা উল্লেখ করে আরও বলেন, প্রত্যেকটির ব্যাপারে পর্যালোচনা চলছে। কোনটি কেন দেয়া হয়েছে, কার ডিও রয়েছে কিংবা কোন বিধান বা স্কোরিংয়ের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়েছে, তা বের করা হচ্ছে।

কিছু বাদ যাবে, পাচ্ছে শতাধিক : শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, কমিটির পর্যালোচনায় যা অন্যায়ভাবে দেয়া হয়েছে বলে চিহ্নিত হবে, তা বাদ দেয়া হবে। তিনি এমপি ও মন্ত্রীদের সুপারিশের প্রতিষ্ঠান বাদ পড়া সম্পর্কে বলেন, বাদ পড়তেই পারে। কেননা, অর্থের একটা সীমা রয়েছে। তবে আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিও দেয়া হবে। এজন্য আগের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে কিনা— এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, মন্ত্রণালয়ে অনেক কাজ রয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীও এ খাতে প্রয়োজনে আরও অর্থ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা : শিক্ষামন্ত্রী মঙ্গলবার সাংবাদিকদের আরও জানান, মন্ত্রিসভা থেকে দোষীদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যালোচনায় যারা চিহ্নিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসময় তিনি ব্যানবেইস ও কয়েকজন ডিপি-টিএনও'র ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তাদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের খোঁজখবর নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরও কেন ভুল হল, তা ধরা হবে। চিহ্নিতকরণের পর অ্যাকশন যাবে।

মন্ত্রণালয়ে এমপিদের ধরনা : এদিকে মন্ত্রণালয়ে এমপিও-বঞ্চিত সংসদ সদস্যদের আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে দেখা গেছে দিনাজপুর-৬ আসনের এমপি আজিজুল হক চৌধুরী, ভোলা-৪ আসনের আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব ও সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩১৬ এর এমপি পারভীন তালুকদারকে। আজিজুল হক চৌধুরী জানান, তার ডিও দেয়া একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়নি। জ্যাকব বলেন, তারও একই অবস্থা। তিনি বলেন, 'এভাবে হলে মানুষ আমাদের ভোট দেবে না, আর আগামী বছর কোন মুখ ভোট চাইতে যাব।' পারভীন তালুকদার বলেন, 'আমি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ করেছি। কিন্তু হয়নি।'

এদিকে মঙ্গলবার সকাল থেকেই আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা মন্ত্রণালয়ে ভিড় জমান। তারা মন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মন্ত্রী বিকাল ৩টার দিকে দফতরে এলে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন। কিন্তু নির্ধারিত সভার কারণে মন্ত্রী দেখা করতে পারেননি। বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনেকে অপেক্ষা করেন। এসময় ১১ তলায় করিডোরে মানুষের হাট দেখা যায়।

শিক্ষা উপদেষ্টার বক্তব্য : এসব ব্যাপারে মঙ্গলবার রাতে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, উপদেষ্টারা প্রধানমন্ত্রীর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর বেশি কিছু তিনি বলতে রাজি হননি।